দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 27 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় জেএমবি-হিজবুত তাহরীর

হামিদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম •

দুই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি ও হিজবুত তাহরীরের সদস্যরা সক্রিয় রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদের মধ্যে অন্তত সাতজন ইতোমধ্যে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের অভিযানে ধরা পড়েছেন। বোমা বানাতে গিয়ে নিহত হয়েছেন একজন কমান্ডার। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেখা বিচারিক হাকিম হিসেবে যোগ দিয়েও একজন পরে চাকরি ছেড়েছেন হিজবুত তাহরীরের দায়িত্ব পালন করতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব কর্মকাণ্ড বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে এ সংগঠন দুইটির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংগঠনিক কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন।

সর্বশেষ গত রোববার নগরীর হামজারবাগ মোমিনবাগ আবাসিক এলাকার একটি বাড়ি থেকে হিজবুত তাহরীরের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করে নগর পুলিশ। এদের মধ্যে তিনজনই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অন্যজন চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ফয়সাল বিন আজিজ ওরফে আদর (২৪) পরিসংখ্যান বিভাগের তৃতীয় বর্ষ, সুলতান মোহাম্মদ খান ওরফে বিদ্যুৎ (২৯) বিবিএ চতুর্থ বর্ষ এবং আরিফুল ইসলাম (২৪) এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ফখরুল আবেদীন (২৬) চট্টগ্রাম কলেজ পরিসংখ্যান বিভাগ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী।

পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ফয়সাল বিন আজিজ বলেন, মো. আশিক ওরফে আদর হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সাংগঠনিক বড় ভাই। তিনিই ফয়সালকে নগরীর কল্পলোক আবাসিক এলাকায় আসতে বলেছিলেন। সেখান থেকে তাদের একটি সাংগঠনিক বৈঠকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ফয়সাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশের দূরদর্শিতার অভাবে আশিক ওরফে আদর পালিয়ে যেতে সক্ষম হন বলে একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা ধারণা করেছেন।

ফয়সালের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মোমিনবাগ আবাসিক এলাকার মেস থেকে পুলিশ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত ছাত্রকে আটক ও হিজবুত তাহরীরের গঠনতন্ত্র ও সরকারবিরোধী বেশকিছু প্রচারপত্র উদ্ধার করে। কিন্তু পরবর্তীতে চারজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকলিয়া থানার ওসি আবুল মনসুর আমাদরে সময়কে বলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এদের মধ্যে তিনজন হিজবুত তাহরীরের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। অবশিষ্ট চারজন স্বীকার করেনি। আমারও মনে হয়েছে, তারা হিজবুত তাহরীরের সক্রিয় সদস্য নন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. কামরুল হুদা আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও শ্রেণিকক্ষে জঙ্গি কার্যক্রমে সক্রিয়দের শনাক্ত করার কাজ চলছে। ইতোমধ্যে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের প্রধানদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বৈঠক করেছেন। কোনো শিক্ষক, শিক্ষার্থী কিংবা কর্মকর্তা-কর্মচারী জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাময়িক বহিষ্কার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে তাদের স্থায়ী বহিষ্কারের জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) জেএমবির তিন জঙ্গিকে নগরীর বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এদের মধ্যে ২০১৫ সালের ৫ অক্টোবর উত্তর নালাপাড়া থেকে ফয়সাল মাহমুদ, কসমোপলিটন আবাসিক এলাকা থেকে শওকত রাসেল ও হিলভিউ আবাসিক এলাকা থেকে নাইমুর রহমান নয়নকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের নেতা রাইসুল ইসলাম ওরফে ফারদিনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। চারজনই পড়তেন পদার্থবিদ্যা বিভাগে। এদের মধ্যে ফারদিন ছিলেন জেএমবির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার। বগুড়ায় বোমা বানাতে গিয়ে তিনি বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। হাটহাজারীর আমানবাজার এলাকায় তার আস্তানা থেকে পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের নেতৃত্বে গোয়েন্দা পুলিশ একটি এসএমজি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পোশাক ও বোমা তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম উদ্ধার করে। ফারদিনের আস্তানা থেকে পুলিশ আইএসের কথিত বাংলাদেশ প্রতিনিধির ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছিল।

জেএমবির সামরিক কমান্ডার ফারদিন নিজের বোমা বিস্ফোরণে মারা গেলেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অপর তিন ছাত্রের বিরুদ্ধে পুলিশ ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি অভিযোগপত্র দিয়েছে। বর্তমানে তারা কারাগারে আটক রয়েছেন। এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে পাস করে জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হিসেবে চাকরি করেন হিজবুত তাহরীরের চট্টগ্রাম অঞ্চলের শেখ ওমর শরীফ ওরফে আল মারুফ রাসেল। সর্বশেষ ফেনীর জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে তিনি চট্টগ্রামে এসে হিজবুত তাহরীরের সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব নেন।

নগরীর চকবাজার থানা পুলিশ গতবছরের শুরুতে সোহান ইয়াসিন ইকবাল নামে হিজবুত তাহরীরের এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। সোহান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ পাস করে একটি মোবাইল কোম্পানিতে চাকরি নেন। তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, [redacted] তাহরীরের কর্মী হিসেবে যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাদের ব্যাপারে পুলিশি কাগজপত্র পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কালক্ষেপণের কোনো সুযোগ আমাদের নেই। তিনি বলেন, হিজবুত তাহরীরের কিছু কিছু প্রচারপত্র ক্যাম্পাসেও বিলি করা হয় বলে শুনেছি। তবে যারা এসব করে, তারা ক্যাম্পাসে থাকে না। এসব কাজ করে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যায়।

উপাচার্য বলেন, জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট এমন সন্দেহভাজনদের একটি তালিকা তৈরির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। ফলে ছাত্র-শিক্ষক থেকে শুরু করে সবার কর্মকাণ্ডের ওপর আমাদের নজরদারি রয়েছে।